জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০•০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৭ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 20th Feb. 1952 | ৩৯শ সংখ্যা

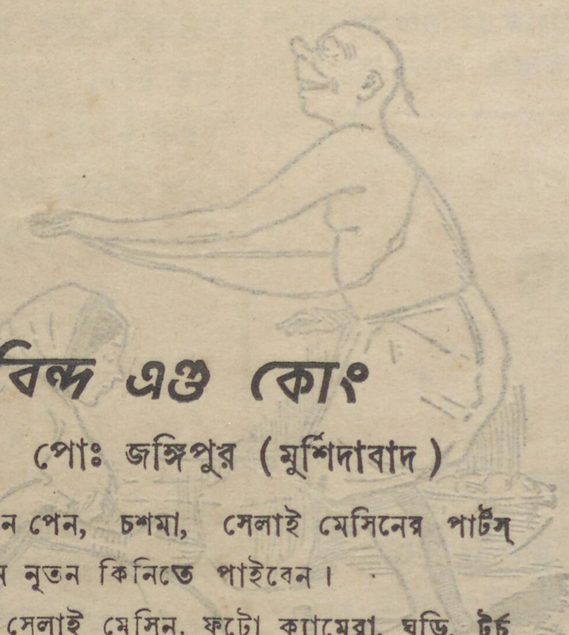

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

"কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী"

—:—

কর্ত্তিত ভারতের বৃহত্তর অংশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া, কংগ্রেস নামক বৃহত্তম রাজনৈতিক সম্প্রদায় রাজশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, ইংরাজের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন দেশে পরিণত করিয়াছে বলিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিল। ভারত ইউনিয়ন ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইল। মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের পর যিনি সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা বলিয়া পরিচিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়া ভারতের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ইংরাজাধিকৃত ভারতবাসীগণ অন্ন ও বস্ত্রাভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিনপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরাজ সরকার খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রোকিওরমেণ্ট বিভাগ এবং খাদ্য-পরিধেয় বণ্টনের (বঞ্চনের?) জন্য সাপ্লাই বিভাগ নামক দুইটী জনহিতকর (?) যমজ বিভাগ সৃষ্টি করে। ভারত স্বাধীন হইলেও শাসন ব্যাপারে ইংরাজের দাগা বুলাইতেই লাগিল। ইংরাজের আমলের গোলামের কুড়ি ফোঁটার উপরেও গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত খুদে কংগ্রেসীদের পারমিট দিবার ক্ষমতার অত্যাচারে পরাধীন ভারতকে হার মানাইতে লাগিল। খাদ্যাভাবে, কাপড়ের মহার্ঘতায় দেশে উঠিল হাহাকার।

ভারতবর্ষের কর্ত্তিত ক্ষুদ্রতর অংশ মোসলেম লীগ নামক সম্প্রদায়ের অধীনে পাকিস্থান নাম গ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম রাজ্যে পরিণত হইল। ইস্‌লামী সুশাসনে বিধর্ম্মীরা দলে দলে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া নাপাক ভারতে ভিড় জমাইতে লাগিল। এঁরা এদেশে নাম পাইলেন বাস্তহারা। বাস্তহারাকে শুধু বাস্তভিটা দিলে তো চলিবে না, ভারতের জন্য সংগৃহীত অন্নবস্ত্রের ভাগ ইঁহারা বসাইতে লাগিলেন। অভাবী স্বাধীন ভারতকে খাদ্যের জন্য পরাধীনের পরাধীন হইয়া অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্য বলিতে কি—ভারতের প্রধান সমস্যা হইল অন্নসমস্যা। এই সমস্যা সমাধানই রাষ্ট্রনায়কগণের প্রথম কর্ত্তব্য।

এই ধর্ম্মনিরপেক্ষ হা-অন্ন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর খেয়াল উঠিল—তিনি হিন্দু কোড বিল আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ঢালিয়া সাজিবেন। ডাঃ আম্বেদকর ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী। তিনি তপশীলভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। একটু অসুবিধা হইলেই সমস্ত হিন্দু সমাজকে এই বলিয়া শাসাইতেন যে—তিনি সদলবলে হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। বর্ণ হিন্দুরা তাঁহার দুই চক্ষের বিষ। প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী সেই ডাঃ আম্বেদকরের উপর দিলেন ঋষি মনুর প্রণীত রীতি-পদ্ধতির সংস্কারের ভার। ডাঃ আম্বেদকর এই নব হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই ওলটপালট শাস্ত্র বিবাহাদি কর্ম্মে এবং দায়াধিকার ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় হিন্দুগণের স্কন্ধে চাপাইবেন এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন দেখিয়া অন্যতম মন্ত্রী রাজকুমারী কাউর প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রধান মন্ত্রীকে বর্ত্তমানে হিন্দু-কোড বিল সম্বন্ধে নিরস্ত থাকিতে বলায় উহা স্থগিত থাকিল। হিন্দু-কোড বিলের মনু ডাঃ আম্বেদকর বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলভুক্ত

সহধর্ম্মিণী

পুরোহিত—তোমার কি কামনা মা?

যজমান পত্নী—বাবা, আমার স্বামীর যেন ধর্ম্মে মতি হয়। তিনি সরকারের চাকরী করেন। মাসকাবারে তাঁর মাইনে পাবার কথা। রোজ টাকা পান কোথা? জিজ্ঞাসা করলেই রেগে কাঁই হ'য়ে যা ইচ্ছা তাই বলেন। ওর চাকরী হলো অপরাধীকে ধ'রে সাজা দিবার জন্য। উনি যদি চোর ধরা চোর হন, তবে তাঁর পরিণাম অতি ভয়াবহ। এঁদের জন্য রাষ্ট্র বিপন্ন। যাতে তাঁর কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়, সেই কামনা আমার দেবতাকে জানাচ্ছি।

পুরোহিত—সাধ্বী! সাধ্বী!! সাধ্বী!!! মাগো! তোমার মত সহধর্ম্মিণী যদি সব লোকের হতো, তবে এই পৃথিবী আর স্বর্গে কোন তফাৎ থাকতো না। মা, দেবতা তোমার কামনা অচিরাৎ পূর্ণ করবেন।

হইয়া জহরলালজীর মোসলেম প্রীতি ও অন্যান্য ব্যাপারে নিন্দা প্রচার করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীজহরলালজী নির্ব্বাচনে ক্ষমতা পাইলে হিন্দুগণের অবাঞ্ছিত হিন্দু-কোড বিল যে পাশ করাইয়া লইবেন এ বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ দিতে ছাড়েন নাই।

নামে গণতান্ত্রিক ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রধান মন্ত্রীর এই হিন্দু-কোড বিল পাশ করাইবার জেদ কি হিটলারী মনোভাব নয়? এই মনোভাবের প্রতিবাদে স্বনামধন্য স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজশক্তিসম্পন্ন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে সাধারণ নির্ব্বাচনে লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেন একজন কুটির-বাসী ব্রহ্মচারী প্রভুদত্ত। মাত্র নেহেরুজীর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে অর্থাৎ ভারতের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে তিনি ভোট পাইলেন ৫৬৭১৮। তাঁহার জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইল না। সর্ব্ববাদি-সম্মত নেতৃগুণসম্পন্ন নেহেরুজীর পক্ষে নির্ব্বাচনে জয়ী হওয়াও যেন ব্রহ্মচারীর পরাজয়ের নিকট ম্লান বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রহ্মচারী ছাড়াও আরও তিন জন তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস পাইয়াছিলেন। "অতি দর্পে হতা লঙ্কা" স্মরণ করিয়া ভয় হয়!

আহত

জঙ্গিপুরের ভূতপূর্ব্ব মহকুমা মুন্সেফ শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মস্থল রামপুরহাট হইতে কার্য্যোপলক্ষে বোলপুর গিয়াছিলেন। রাত্রে প্রত্যাগমন-কালে অন্ধকার ষ্টেশন প্লাটফরমে তারে তাঁহার পা আটকাইয়া পড়িয়া গিয়া তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। সিউরী সদর হাসপাতালের (X Ray) পরীক্ষান্তে জানা যায় যে তাঁহার বাম পায়ের হাঁটুর 'প্যাটেলা' (বাটির মত অংশ) ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আমরা তাঁহার সত্বর আরোগ্যলাভ কামনা করি।

বন্যেশ্বর মেলা

আগামী ১০ই ফাল্গুন শনিবার হইতে সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বন্যেশ্বর গ্রামে শিবরাত্রি উপলক্ষে এক বিরাট মেলা হইবে। ইহা বহু দিনের পুরাতন মেলা। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বহু গ্রাম হইতে যাত্রিগণ এই মেলাক্ষেত্রে আগমন করেন। এই বৎসর সর্ব্বত্রই পানীয় জলের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মেলা-প্রাঙ্গণে যাত্রিগণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অনাবৃত পানীয় জল

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন হইতে প্রতিদিন বহু যাত্রী যাতায়াত করেন। ষ্টেশনের বারান্দায় যে পানীয় জল রাখা হয় তাহাতে কোন ঢাকনা থাকে না। ধূলা বালি প্রভৃতি উড়িয়া ঐ জলে পড়ে। লোকে পিপাসায় ঐ জল পান করিতে বাধ্য হয়। রেলকর্ত্তৃপক্ষ জলপাত্রে ঢাকনা দিবার ব্যবস্থা করুন।

বিজ্ঞাপন

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে দুই কি আড়াই রশি ব্যবধানে আমার স্বত্ব দখলি ৪/০ চারি বিঘা নিষ্কর (লাখেরাজ) হৈমন্তিক ধানী জমি বিক্রয় করিব। ক্রয়েচ্ছুগণ মূল্যাদি সম্বন্ধে সবিশেষ খোঁজ আমার সহিত আলোচনা করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। দোকান ঘর, গুদাম প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক প্লটে উপযুক্ত নজর ও খাজনায় বন্দোবস্ত দিতেও আপত্তি নাই।

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটী।

বিরাট

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

স্থান—রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক

(৯ই হইতে ১৭ই মার্চ্চ)

প্রত্যহ বেলা দুই ঘটিকায় খোলার ব্যবস্থা

আগামী ৯ই মার্চ্চ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে এক বিরাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। প্রদর্শনী ৯ দিন স্থায়ী থাকিবে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ প্রদর্শনীতে খোলা হইবে ও উহাতে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্র, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, ম্যাজিক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্য্যসূচীর সঙ্গে ১৩ই মার্চ্চ পশু পক্ষী প্রদর্শনী (মাত্র একদিনের জন্য) ও ১৪ই মার্চ্চ শিশু-প্রদর্শনী হইবে।

১৪ই মার্চ্চই মহিলা দিবস। ঐ দিন প্রদর্শনী কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা থাকিবে।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিবিধ প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ঐ দিনে থাকিবে।

ষ্টল ভাড়া, প্রতিযোগিতা ও ভর্তি সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের আফিসে অথবা মহকুমা কৃষি আফিসে খোঁজ লউন। এই মহকুমার থানা অথবা ইউনিয়ন কৃষি কর্ম্মচারীদের নিকটে কিম্বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের নিকটেও খবরাদি জানা যাইবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৬৪২ খাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং উমাচরণ দাস দিং দাবি ১৯৷৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মহম্মদপুর ৫৮ শতকের কাত নিজাংশে ১৫৭ পাই আঃ ১০৲ খং ৫৩

৬৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৷৶৩ মৌজাদি ঐ ৮৬ শতকের কাত ১৷৶৭ আঃ ১০৲ খং ৫৪

৬৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৮৷৶৬ মৌজাদি ঐ ৩৬৫ শতকের কাত নিজাংশে ৫৷৶১১ আঃ ৩০৲ খং ৭২

৬৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২২৶৬ মৌজাদি ঐ ১১৬ শতকের কাত নিজাংশে ২৷৶১ আঃ ১০৲ খং ৮৭

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৫০ খাং ডিঃ যদুনন্দন দাস দিং দেং হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ চেধুরী দিং দাবি ১২১৷৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিস্পীবিড়ল ২৮৩৪ শতকের কাত ২১৲ আঃ ৫০৲ খং ১৫, ১৮

৩৭৯ খাং ডিঃ মহাম্মদ আবদুল সোভান দিং নাবালক পক্ষে অলি পিতা রমজান আলি বিশ্বাস দেং বুধননেসা বিবি দাবি ২১৷৶৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কৃষ্ণপুর ২০ শতকের কাত ২৷৶১২ আঃ ৫৲ খং ১৩১০

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১৪ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং আজিজ সেখ দিং দাবি ১২৭৷৶৩ থানা ফরক্কা মৌজে বাহাদুরপুর ১৮৸১৫৬ জমির কাত ২০৷৶০ আঃ ১০০৲ খং ১৯১

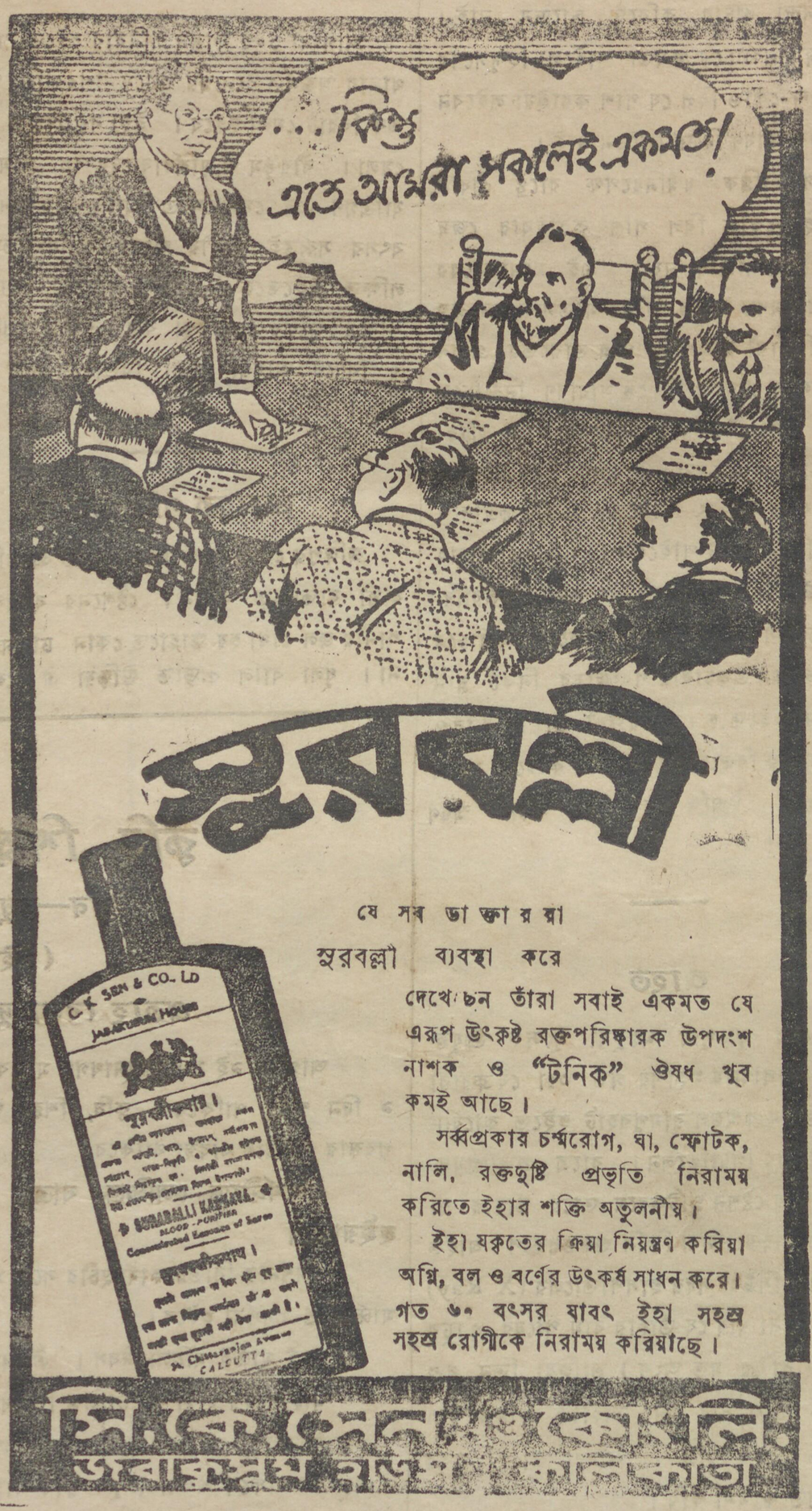

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত